ভারত লোকচিত্রম্ লিঃর
প্রযোজক ও পরিচালক
সুশীল মজুমদার
গোল্ডেন রিলিজ

ভারত লোকচিত্রম্ লিমিটেডের

— নিবেদন —

কর্ম্মীবৃন্দ

কথা ও কাহিনী : প্রেমেন্দ্র মিত্র
চিত্র শিল্পী : সুরেশ দাস
শব্দধর : সমর বসু
সঙ্গীত : সন্তোষ সেনগুপ্ত
সত্যজিৎ মজুমদার
শিল্প নির্দ্দেশক : ভূপেন মজুমদার
সম্পাদক : বিশ্বনাথ নায়ক
রাসায়নিক : আর, বি, মেহ্‌তা
নৃত্য শিল্পী : অতীনলাল
রূপ সজ্জা : রামু, রনজিৎ
আবহ সঙ্গীত : সুরশ্রী আর্কেষ্ট্রা
আলোক সম্পাত : প্রভাস চক্রবর্ত্তী

সহকারীবৃন্দ

পরিচালনায় : নির্ম্মল তালুকদার
ভুজঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়
সুরেন চক্রবর্ত্তী
চিত্র শিল্পে : তারক দাস,
অমিয় সেন,
অসীম সেন,
দেবু ঘোষ
শব্দ যন্ত্রে : দেবেশ ঘোষ
মৃণাল গুহঠাকুরতা
ব্যবস্থাপনায় : শ্রীশ রায় চৌধুরী
আলোক সম্পাতে : কমল, রতিকান্ত,
নরেশ, কৃষ্ণধন,
ভীষ্ম
সম্পাদনায় : অজিত, অমল
স্থির চিত্র : ষ্টীল ফটো সার্ভিস
চিত্রপরিস্ফুটন : বেঙ্গল ফিল্ম
ল্যাবরেটরীজ লিঃ

রূপশ্রী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দ যন্ত্রে গৃহীত।

প্রযোজক ও পরিচালক : : সুশীল মজুমদার

শিল্পী সংঘ

মীরা সরকার, স্বাগতা চক্রবর্ত্তী, কবিতা সরকার, ইলা চক্রবর্ত্তী, শেফালী সরকার, পুষ্পা ও শ্রীমতী হাসি।

সুশীল মজুমদার, জীবন গাঙ্গুলী, তুলসী লাহিড়ী, রতন সেন, কানু বন্দ্যোঃ

কৃষ্ণধন মুখোঃ, নৃপতি, নবদ্বীপ, জয়নারায়ণ, ননী মজুমদার, গৌতম মুখোঃ, শ্যামল সেন, ভানু, দেবু চট্টোঃ, সুকুমার চক্রবর্ত্তী (এঃ), দেবু মুখোঃ, কৃষ্ণ বন্দ্যোঃ, সুরেন চৌধুরী, জীতেন গল, নির্ম্মল, নিশি দাস, অমল ও আরও অনেকে।

ব্যবস্থাপক : : পঞ্চু মিত্রম্।

— একমাত্র পরিবেশক—

গোল্ডেন ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্স।

দিগ্‌ভ্রান্ত

সত্যযুগের মানুষও যে কখনও কখনও কলিযুগে জন্মায় তার প্রমাণ পাওয়া যেত বৈজ্ঞানিক রাজশেখরের পরিচয়ে। যেন সেকালের তাপস বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছেন তপোবন পরিত্যাগ করে এই ইঁট পাথরের তৈরী কঠিন নগরীর মাঝে। এই মিথ্যাযুগের মাটিতে পা রেখে তাঁর সত্যযুগের মন বিলীন হো'ত কল্পনা ও সাধনার পাখায় ভর ক'রে বৈজ্ঞানিক নভোমণ্ডলের দূর নিলীমায়।

গভীর গবেষণার গণ্ডির বাইরে যে বহির্জগৎ নিত্য চলেছে ঘর্ঘর নিনাদে আপনার পেশন ও শোষণ কার্য্য সমাধা ক'রে তার কোনও আভাষই পৌঁছাতো না এই আপন ভোলা মানুষটির কাছে।

যেদিন সে জানলে তার সাধনার চরম মুহূর্ত্ত আসন্ন, সেই দিন প্রথম সে এ কথাও জানলে যে সংসারের সঙ্কটময় পথের মোহানায় দাঁড়িয়ে আছে স্বার্থান্বেষীর দল। তাদের এক হাতে কৃপাণ অন্য হাতে জীবন ভোগের অমৃত ভাণ্ড—টাকার থলি।

রাজশেখর তাঁর নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে যে কামনার বস্তুকে সাধনার কল্পলোক থেকে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায় এতদিনে গড়ে তুলেছিলেন তা বিজয় রতনের ষড়যন্ত্রে হোতে চল্ল ক্রূর ব্যবসায়ের পণ্যদ্রব্য।

এই সত্য মিথ্যার কর্কশ কাংশ নিনাদের মধ্যে থেকে থেকে শুধু বালিকা সুজাতার গাওয়া দুটি চরণ "একটি নমস্কারে.....

বার বার রাজশেখরকে প্রেরণা দিলে, বল দিলে। তবু তাঁরই হোল পরাজয়। বিংশ শতাব্দির বিচারের বহ্নি-শিখায় ঋষি রাজশেখরের সত্ত্বা জ্বলে পুড়ে খাক হোতে লাগল দীর্ঘ সাত বৎসর ধরে কারাগারের কঠিন আবেষ্টনির মধ্যে।

বিজয়ী বিজয় রতন ও তার সহচরের উল্লাসের অট্টহাসিতে বালিকা সুজাতার করুণ কণ্ঠ বুঝি চিরদিনের মতো নিরব হলো। জীবনের খরস্রোতে ভাসতে ভাসতে সে নিজেও যে কোন পারঘাটায় গিয়ে ঠাঁই পেলে তা কেউ জানে না।

সুদীর্ঘ কাল পরে রাজশেখরের ভস্ম থেকে রূপ-পরিগ্রহ কোরলে যে মানুষ তার পরিচয় হোল লোক সমাজে ডাঃ সামন্ত নামে। প্রহেলিকার কুহেলিকায় ঘেরা এই মানবত্বহীন মানবের লীলা প্রাঙ্গণে ধীরে ধীরে নগরের বহু নাগরিকের নবলীলার উদ্ঘাটন ও যবনিকা পতন হো'তে লাগলো।

এই নব-নাটকের অধিকারী রইল অন্তরালে। বিজয় রতন ও তাঁর সহচরদের জীবন নাটকের শেষ অঙ্কের খেলা সুরু হো'ল ডাঃ সামন্তের ইঙ্গিতে।

দিগভ্রান্ত পথিকের দল মিল্ল কি এসে এই দিগন্তব্যাপী প্রতিহিংসার কালো যবনিকার সামনে? দিগভ্রান্ত পথিকেরা খুঁজে পেলে কি আপন আপন দীশা?

ডাঃ সামন্তের দিগভ্রান্ত হৃদয়ের পরিতৃপ্তি কি মিল্ল প্রতিহিংসার পরম পরিপূর্ণতায়?

সামন্ত শান্ত কণ্ঠে জানিয়েছিল যে সে সয়তান। তবু কেন দেখা দিল সেই শয়তানের চোখে জল, তার জীবনের সন্ধিক্ষণে?

— গান —

কবিগুরু — রবীন্দ্রনাথ

১। একটী নমস্কারে, প্রভু, একটী নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে ॥
একটী নমস্কারে, প্রভু, একটী নমস্কারে
ঘন শ্রাবণ মেঘের মত রসের ভারে নম্র নত
একটী নমস্কারে, প্রভু, একটী নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক তব ভবন দ্বারে ॥
নানা সুরের আকুল ধারা মিলিয়ে দিয়ে আত্মহারা
একটী নমস্কারে, প্রভু, একটী নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীরব পারাবারে ॥
হংস যেমন মানস-যাত্রী তেমনি সারা দিবস রাত্রি
একটী নমস্কারে, প্রভু, একটী নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণ পারে ॥

(২)

আজ শ্রাবণের গগনের গায় বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়।
ক্ষণে ক্ষণে শর্বরী শিহরিয়া উঠে ॥
তেমনি তোমার বাণী মর্মতলে যায় হানি সংগোপনে,
ধৈরজ যায় যে টুটে ॥
যেমন বরষা ধারায় অরণ্য আপনা হারায় বারে বারে
ঘনরস আবরণে
তেমনি তোমার স্মৃতি ঢেকে ফেলে মোর গীতি
নিবিড় ধারে আনন্দ বরিষণে ॥

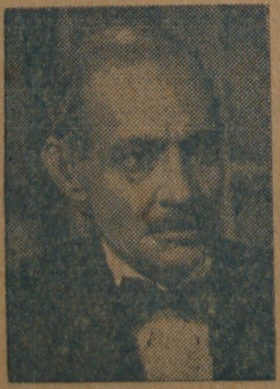

(৩)

আনমনা, আনমনা,
তোমার কাছে আমার বাণীর মালাখানি আনব না।
বার্তা আমার ব্যর্থ হবে, সত্য আমার বুঝবে কবে,
তোমারো মন জানব না,
আনমনা, আনমনা ॥
লগ্ন যদি হয় অনুকূল মৌন মধুর সাঁঝে,
নয়ন তোমার মগ্ন যখন ম্লান আলোর মাঝে,
দেব তোমায় শান্ত সুরের সান্ত্বনা ॥

ছন্দে গাঁথা বাণী তখন পড়ব তোমার কাণে
মন্দ মৃদুল তানে,
ঝিল্লী যেমন শালের বনে নিদ্রা নীরব রাতে
অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে।
একলা তোমার বিজন প্রাণের প্রাঙ্গণে
প্রান্তে বসে এক মনে
এঁকে যাব আমার গানের আল্‌পনা
আন্‌মনা, আন্‌মনা॥

(৪)

একি দিল্ হারাণো রাত
হায় দিক্ ভোলানো রাত
আহা জোয়ার জাগায় যেন ছলাৎ ছলাৎ
আহা ছলাৎ ছলাৎ
কি জানি কিবা যে চাই
কে অত করে যাচাই
হাতের সাথে যবে বাঁধা দু'টি হাত
এক দিল হারাণো রাত
হায় দিক্ ভোলানো রাত।
তথায় দুনিয়া জুড়ে কি রঙ্ বাহার
আর নিমেষ আড়ালে ভাই
কেবা কাহার
হায় কেবা কাহার—
যেটুকু হেথায় আছি
রবো ভাই কাছাকাছি—
হারি বা জিতি বাজি
হবে তো মাৎ
এক দিল হারাণো রাত
হায় দিক্ ভোলানো রাত।

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

(৫)

(গজল)

শের— কিস্‌কি নজরসে তুনে এক ঝ্যল্‌ক দিখাকে মারা,
এক তার চলা মুঝ্‌পে পরেশাঁ করকে মারা
এক ঝ্যলক দিখাকে মারা, মারা
ঝ্যলক দিখাকে মারা।
কিস্‌কি নজরসে (তুনে) ঝ্যলক দিখাকে মারা
ঝ্যলক্ দিখাকে মারা, মারারে মারারে মারারে
ঝ্যলক্ দিখাকে ঝ্যলক্ দিখাকে মারা,
এক তীর চলা মুঝ্‌পে, তীর চলা মুঝ্‌পে
পরেশাঁ করকে মারারে মারারে
ঝ্যলক দিখাকে মারা, মারা
ঝ্যলক দিখাকে মারা।

বেবস হো চুকে থে থে, বেবস হো চুকে থে থে
দিল্ লেকে মুঝ্‌কো (মারা), দিল্ লেকে মুঝকো মারা—
ঝ্যলক দিখাকে মারা মারা ঝ্যলক দিখাকে মারা।
তান..... ..

শের— দোয়া হ্যায় তুমহে এ্যায় মারনেওয়ালে
শ্যামা বনকে খুদ্‌কো মুঝে পরোয়ানা ব্যনাকে মারা } ২
আপ্‌নে রহে হাস্‌তে আপ্‌নে রহে হাস্‌তে
আওর মুঝ্‌কো রুথাকে মারা আওর মুঝ্‌কো রুথাকে মারা
ঝ্যলক দিখাকে মারা ঝ্যলক দিখাকে মারা।

শ্রীহরিচরণ দাস

(৬)

আয় ঘুম আয় ঘুম—
বৃষ্টির মত আয়
রুম্ ঝুম্ ঝুম্—
আয় ঘুম আয় ঘুম।
আয় মেলে প্রজাপতি পাখনা—
যাক্ ছেয়ে চারিদিকে যাক্ না—
খুকুর কপালে দাও কুম্‌কুম্—
খোকনেরে চুম
আয় ঘুম আয় ঘুম।
বনে ঘুমায় বাঘ নদীতে কুমীর—
ঘুমায় রাজার রাণী—উজির আমির—
ঘুম এলো ঘুম এলো ময়নামতীর—
ঘুম ঘুম কুয়াশায় সব নিঝুম---
আয় ঘুম আয় ঘুম।
বক বক বকে যাক ঘড়ি খাম খেয়ালে
টক্ টক্ টিক্ টিকি ডাকুক না দেয়ালে
পোল দিয়ে রোল তুলে রেল যায় ঐ
গুম, গুম, গুম, গুম
আয় ঘুম আয় ঘুম।

শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

(৭)

রাত আওর চন্দাকা ফাসানা শুন্‌লে জ্যমানা
এক্ দুস্‌রেপে হো গেই দিওয়ানা ভুল্‌কে জ্যমানা
বাদল্ মে চুপ্ চন্দা মুস্‌কায়ে
হসরৎ ভ্যরি নিগাহোসে রাত বুলায়ে
তারো কহে ইয়ে ক্যেসে দিওয়ানা,
এক্ রোজ.....ফলক্‌পে ছাইথি দিওয়ালী
চন্দা আও চাদনিকি আঁক মিচাওয়ালী
কুদরৎ কি বাগিচাভি মিলিথি নিরালী
শায়র কহে ইয়ে ক্যয়সে মস্তানা।

শ্রীহরিচরণ দাস

ভারত লোক চিত্রম্ লিমিটেডের

পরবর্ত্তী আকর্ষণ—

❋ পান্থশালা ❋

কথা ও কাহিনী ঃঃ তুলসী লাহিড়ী

প্রযোজক ও পরিচালক—

সুশীল মজুমদার

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের

★ দুর্গেশ নন্দিনী ★

প্রযোজক ও পরিচালক—

সুশীল মজুমদার

গ্লাসগো প্রিণ্টিং কোং লিঃ, হাওড়া।